সংবাদ

তারিখ 20 OCT 2013 পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৬

ভর্তি বাণিজ্যের অভিযোগ : দুদকের মামলা

গাইবান্ধা সরকারি কলেজের পাঁচ শিক্ষক বরখাস্ত

প্রতিনিধি, গাইবান্ধা

অনার্স প্রথম বর্ষে ভর্তি বাণিজ্যের অভিযোগে দুদকের দায়েরকৃত মামলায় গাইবান্ধা সরকারি কলেজের পাঁচ শিক্ষককে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়েছে।

বরখাস্তকৃতরা হচ্ছেন অর্থনীতি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক এসএম আসাদুল ইসলাম (বর্তমানে গাইবান্ধা সরকারি মহিলা কলেজে কর্মরত), ইংরেজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক আবদুর রশিদ (বর্তমানে দিনাজপুর মহিলা কলেজে কর্মরত), গণিত বিভাগের প্রভাষক বৃন্দাবন সরকার (বর্তমানে টাঙ্গাইল কুমুদিনী মহিলা কলেজে কর্মরত), ইসলামের ইতিহাস বিভাগের প্রভাষক মোস্তাফিজুর রহমান (বর্তমানে ঈশ্বরদী সরকারি কলেজে কর্মরত) ও বাংলা বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক শহিদুল ইসলাম (বর্তমানে রংপুর সরকারি কলেজে কর্মরত)। অপর দুই অভিযুক্ত কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. রেজাউল করিম এবং ইসলামের ইতিহাসের প্রভাষক মো. নুরুন্নবীকে অভিযোগ থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। গত ১৩ অক্টোবর মন্ত্রণালয় প্রেরিত এক আদেশে এ তথ্য জানা গেছে।

অভিযোগে জানা গেছে, বিগত ২০০৯-১০ শিক্ষাবর্ষে কলেজে অনার্স প্রথমবর্ষে ছাত্রছাত্রী ভর্তির ক্ষেত্রে তৎকালীন অধ্যক্ষের যোগসাজশে অভিযুক্ত শিক্ষকরা কম্পিউটারে কোড পাল্টিয়ে শতাধিক ছাত্রছাত্রীর নাম ভর্তির জন্য জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে সুপারিশ করে। পরবর্তীতে বিষয়টি প্রকাশ পেলে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠন এর প্রতিবাদে আন্দোলন শুরু করে। তারা অভিযোগ করে প্রতিটি ভর্তির জন্য ২০ থেকে ৩০ হাজার টাকা পর্যন্ত আদায় করা হয়।

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক তৎকালীন আন্দোলনকারী এক ছাত্র নেতা বলেন, সে সময় ভর্তি নিয়ে জটিলতা দেখা দিলে সংশ্লিষ্টরা ব্যাপক তদবির করে ৪৮ জনকে ভর্তি করায়। বাকিদের আশ্বাস দিয়ে ঝুলিয়ে রাখা হয়। এ ব্যাপারে সে সময় দুদকে একটি অভিযোগ দেয়া হলে দুদক মামলা আকারে বিষয়টি গ্রহণ করে এবং তদন্ত করে অভিযোগের সত্যতা খুঁজে পায়। মামলা দায়েরের পর অধিকতর তদন্ত করে দুদকের পক্ষ থেকে চার্জশিট দাখিল করা হয়। গাইবান্ধা সরকারি কলেজের বর্তমান অধ্যক্ষ প্রফেসর মো. জাহিদুল ইসলাম ঘটনার সত্যতা স্বীকার করে বলেন, এ ধরনের ঘটনা এই প্রথম। যা আমাদের ব্যথিত করেছে।